হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৭৪৬/১৯৯৫

আবদুর রাজ্জাক এবং অন্য

----- আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----- প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

----- আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----- রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০৯.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৫.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, নরসিংদী কতৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ১৮/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.০৩.১৯৯৫ তারিখের রায় আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর হাকিম, নরসিংদী কর্তৃক জি,আর মোকদ্দমা নং ১৭৩/১৯৯২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.১৯৯৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"বাদী পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, গত ৩০.৭.৯২ ইং তারিখে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাদী সোনালী ব্যাংক নরসিংদী শাখা হইতে তাহার পাঁচ বছরের স্থায়ী আমানতের মোট ১৮,৭৫০/= টাকা তুলিয়া ঘরের সিলিং এর উপর ট্রাংকের ভিতর রাখিয়া দেয়। এই ঘরের পাশের কক্ষে বসবাসকারী আসামী ইব্রাহিম টাকা রাখিতে দেখে। গত ৫-৮-৯২ ইং তারিখে বাদি খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়ে। রাত অনুমান ১১-০০ টার দিকে ঘরের শব্দ পাইয়া বাদী জাগিয়া উঠে এবং দেখে সিলিং এ উপর থাকা তাহার ট্রাংকটি নাই। সংগে সংগে সে ঘরের বাহির হয় এবং বিদ্যুতের আলোতে দেখিতে পায় আসামী ইব্রাহিম এবং কথির ট্রাংকটি ফেলিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে ট্রাংকটির আংটা ভাংগা এবং ভিতরে থাকা ১৮,৭৫০/= টাকা নাই। তখন সে চিল্লাচিল্লি করিলে আশে পাশের লোকজন আসে। তাহাদেরকে সে ঘটনা বলে। স্থানীয় লোকজনের পরামর্শ নিতে যাইয়া এজাহার দিতে বিরম্ব হয। সে লেখা পড়া জানে না। এজাহার পড়িয়া শুনাইলে তাহার কথা মত লেখা হইয়াছে এবং শুদ্ধ স্বীকারে নিজ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গলীর টিপসহি করে। *আসামী পক্ষের মামলা এই যে, আসামীগন নির্দোষ। আসামীরা চুরি করে নাই। উদ্ধারকৃত টাকা কিরন নেছার নিজের টাকা মেয়ে লোকের ঝগড়ার কারণে বাদী টাকা অন্যত্র সরাইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করিয়াছে।* ***<u>বিচার্য বিষয় ঃ-</u>*** *ক) বাদীর বসত ঘর হইতে আসামীদের সকলে অথবা কেহ বাদীর ১৮,৭৫০/= টাকা চুরি করিয়াছে কিনা ?* *খ) চোরাই জানিয়া ও আসামী কিরন নেছা বাদীর ১৮,৭৫০/= টাকা নিজ দখলে রাখিয়া ছিল কিনা ? এবং (গ) দ্বারা আসামীদের সকলে অথবা কেহ দন্ড বিধির ৩৮০ অথবা ৪১১ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কিনা?* *মামলাটি ৭-৮-৯২ ইং তারিখে নরসিংদী থানায় দায়ের করা হয়। তদন্তকারী অফিসার তদন্ত শেষে ৭-৯-৯২ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩৮০/৪১১ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।* *অত্রাদালতে আসামী ইব্রাহীম কবির এবং আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে দঃ বিধির ৩৮০ ধারায় এবং আসামী কিরন নেছার বিরুদ্ধে দঃ বিধির ৪১১ ধারায় অভিযোগ গঠিত হয়।* *ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪২ধারা মতে আসামীগনকে অভিযোগ পড়িয়া শুনাইলে তাহার প্রত্যকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীগনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্ত বাদীপক্ষ সর্বমোট ৮ জন সাক্ষী আদালতে হাজির করে।তাহাদের জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড করার পর আসামীগনকে ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে তাহারা প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। আসামী আঃ রাজ্জাক সাফাই সাক্ষী দিবে বলিয়া জানায়। অন্যান্য আসামীরা সাফাই সাক্ষ্য দিবে না । এবং আর কিছু বলিবে না বলিয়া জানায়। আসামী আঃ রাজ্জাকের পক্ষে একজন সাফাই সাক্ষী হাজির হয় এবং তাহার জবানবন্দি ও জেরা রেকর্ড করা হয়। ***<u>সাক্ষীগনের জবানবন্দি ও জেরার বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা ঃ-</u>*** *বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহার সনাক্ত করে জব্দকৃত আমানত সনাক্ত করে এবং এজাহার মতে ঘটনা বিবরন ব্যাখ্যা করে। এবং আসামীদেরকে ডকে সনাক্ত করে। এই সাক্ষীর জবানবন্দির সহিত এজাহারের সামান্য গড়মিল দেখা যায় । এজাহারে উল্লেখ আছে যে বাদী বিদ্যুতের আলোতে দেখিতে পায় আসামী ইব্রাহিম ও কবির ট্রাংকটি ফেলিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে, কিন্তু জবানবন্দিতে সে বলে আসামী ইব্রাহিম ও কবিরকে ট্রাংকের কাছে ট্রাংক হাতাইতে এবং রাজ্জাক পাশে দাড়ানো দেখিয়াছে।* *এই সাক্ষী জবানবন্দিতে আরও জানায়, তাহার চোরাই টাকার মধ্যে ১৮,০০০/= টাকা আসামী কিরন নেছার বাড়ী হইতে উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া সে শুনিয়াছে।* *এই সাক্ষী জেরায় জানায় যে, আসামী ইব্রাহিম তাহার পাশা পাশি ঘরে পরিবার নিয়া থাকে। একই ঘরের পার্টিশানের অপর কক্ষে বাদী বাস করে। বাদীর ঘরের উপরের সিলিং ছিল আসামী ইব্রাহিমের ঘরের উপরে সিলিং ছিল না। ইব্রাহিমের ঘর হইতে বাদীর ঘরে যাবার পথ খোলা ছিল। ব্যাংক হইতে উত্তোলিত টাকার পরিমান সে একবার ১৭,৭৫০/- টাকা এবং পুনরায় ১৭,৭৬৫/= টাকার কথা উল্লেখ করে। জেরায় এই সাক্ষী আরও জানায় যে, কিরন নেছার বাড়ী হইতে টাকা উদ্ধার হয় নাই রাস্তায় কিরন নেছার কোমড় হইতে টাকা উদ্ধার হইয়াছে। আসামী রাজ্জাক কিরন নেছার ছেলে।* *২নং সাক্ষী মামলার বাদী আসামী রাজ্জাকের মাকে চিনে। এই সাক্ষী শুনিয়াছে যে, আসামী ইব্রাহিম, কবীর ও রাজ্জাক বাদীর ঘর হইতে ট্রাংক বাহিরে নিয়া তালা ভাংগিয়া বাদীর ১৮,০০০/- টাকা চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে স্থানীয় গন্যমান্য লোকজন লইয়া একটি শালিশী হয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শালিশীতে এই সাক্ষী উপস্থিত ছিল। সালিশীতে দারোগা সাহেব আসামী কিরন নেছা এবং তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা স্বীকার করে যে, আসামী ইব্রাহিম , কবির ও রাজ্জাক টাকা চুরি করিয়া নিয়া তাহাদের কাছে রাখিয়াছে। দারোগা সাহেব আসামীদের সহ আসামীদের বাড়ীর দিকে যায় এই দরবারেই থাকে আধা ঘন্টা পড়ে দারোগা সাহেব আবার মজলিশে ফিরিয়া আসে এবং চোরাই ১৮,০০০/- টাকা উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া দরবারে সকলকে জানায়। দারোগা সাহেব টাকার জব্দ তালিকা করার পর এই সাক্ষী জব্দ তালিকায় দস্তখত করে। *৩নং সাক্ষী জবানবন্দিতে জানায় যে সে আসামীদেরকে চিনে। চোর চোর চিৎকার শুনিয়া সে ঘটনা স্থলে যায় এবং ভাংগা ট্রাংক দেখে এবং শুনে যে ১৮,০০০/- টাকা চুরি হইয়াছে।পরে দরবারে উক্ত চোরাই টাকা আসামী কিরন নেছার নিকট হইতে উদ্ধার হয় বলিয়া এই সাক্ষী জানায়। এই সাক্ষী জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করে । এই সাক্ষী জেরায় জানায় যে, টাকা কোথায় হইতে উদ্ধার হইয়াছে তাহা সে জানে নাই তবে দরবারে আনার পর টাকা সে দেখিয়াছে। জব্দ তালিকা দারোগা সাহেব তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে উঠানে পড়িয়া থাকা ট্রাংকটি দারোগা সাহেব যাইয়া উদ্ধার করে।* *৪নং সাক্ষী বাদী এবং আসামীগনকে চিনে। এই সাক্ষী বাদীর মুখে শুনিয়াছে যে আসামী ইব্রাহিম, রাজ্জাক ও কবির বাদীর ১৮,০০০/-টাকা চুরি করিয়াছে পরে আসামী কিরন নেছার নিকট হইতে ১৮,০০০/-টাকা উদ্ধার হয়। উদ্ধারের সময় এই সাক্ষী উপস্থিত ছিল না । তবে দারোগা সাহেব কিরন নেছার নিকট হইতে যখন টাকা গুনিয়া নেয় তখন সে দেখিয়াছে । জেরায় উল্লেখ যোগ্য কিছু নাই।* *৫নং সাক্ষী বাদী এবং আসামী রাজ্জাক এবং কিরন নেছাকে চিনে। এই সাক্ষী শুনিয়াছে যে, বাদী জব্বর মিয়ার ১৮,০০০/-টাকা আসামী কবির, রাজ্জাক এবং ইব্রাহিম চুরি করিয়াছে। এই সাক্ষী ও ২৯-৮-৯২ ইং তারিখে দরবারে উপস্থিত ছিল। দরবারে সহিদ দারোগা ছিল। প্রায় ঘন্টা খানেক বিচার চলে। বিচারের সময় জোরকালে আসামী কিরন নেছা চুরির টাকার কথা স্বীকার করে। সাত্তার এবং আউয়ালের বাড়ীর পাশে রাস্তায় কিরন নেছা ১৮০টি একশত টাকার নোট দারোগা সাহেবের হাতে তুলিয়া দেয়। টাকা দেওয়া নেওয়ার সময় এই সাক্ষী উপস্থিত ছিল। টাকা উদ্ধারের পর এই সাক্ষী দারোগা সাহেবের সহিত আবার দরবারে আসে। দারোগা সাহেব সবার সামনে টাকা গুনে এবং ১৮,০০০/-টাকা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সবাই জানায় । এ মর্মে এই সাক্ষীর এবং আরও কয়েক জনের সাক্ষী দারোগা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাহেব গ্রহণ করেন।এই সাক্ষী জব্দ তালিকায় স্মাক্ষর করে এই সাক্ষীর জেরায় উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। *৬নং সাক্ষী বাদী এবং আসামীদেরকে চিনে। এই সাক্ষী চোর চোর চিৎকার শুনিয়া ঘটনা স্থলে যায়। তারা ভাংগা অবস্থায় ট্রাংক দেখে জব্বর মিয়াকে কানতে দেখে। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানতে পারে যে, আসামী করিব রাজ্জাক, ইব্রাহিম বাদীর ১৮,০০০/- টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে দারোগা সাহেব যাইয়া ট্রাংক জব্দ করে জব্দকৃত ট্রাংক এই সাক্ষী আদালতে সনাক্ত করে। তাহার সামনেই ট্রাংক জব্দ করা হইয়াছিল। পরে সে শুনিয়াছে যে আসামী কিরন নেছার নিকট হইতে দরবারের মধ্যে চোরাই ১৮,০০০/- টাকা উদ্ধার হইয়াছে। এই সাক্ষীর জেরায় উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য নেই।* *৭নং সাক্ষীর সামনে ট্রাংকে জব্দ করে। সে শুনিয়াছে যে, আসামী ইব্রাহিম, কবির, তারা বাদীর বাড়ী হইতে টাকা চুরি করিয়াছে। এই সাক্ষীর জেরা নেই।* *৮নং সাক্ষী মামলার তদন্তকারী দারোগা। এই সাক্ষী মামলার বিষয়ে তদন্ত করে। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সূচীপত্র সহ তৈয়ার করে বিবিধ আলামত জব্দ করি। বাকী ও সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।* *এজাহার নামীয় আসামীদেরকে গ্রেফতার করিয়া কোর্টে প্রেরণ করে। আসামীর কিরন নেছার নিকট হইতে চোরই যাওয়ার টাকার মধ্যে ১৮,০০০/-টাকা উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করে এই সাক্ষী মামলার রেকর্ডকারী অফিসার এ,এস,আই নজরুল ইসলামের হাতের লেখা এবং স্বাক্ষর সনাক্ত করে জব্দ তালিকাসমূহ এবং অন্যান্য কাগজপত্রাদি সনাক্ত করে এবং তাহার নিজ স্বাক্ষর সনাক্ত করে । এই সাক্ষী জেরায় জানায় যে কিরন নেছা ও রাজ্জাক এজাহারভূক্ত আসামী নহে। এজাহারে এই দুইজন আসামীকে কোন রুপ সন্দেহ করা হয় নাই । কোন জায়গা হইতে চোরাইকৃত টাকা উদ্ধার করা হইয়াছে সিজার লিষ্টে তাহা উল্লেখ নাই। উদ্ধারকৃত টাকার কোন বিশেষ নম্বর বা চিহ্ন নাই।* *অত্র মামলার সাফাই সাক্ষী বাদশাহ মিয়া তাহার জবানবন্দিতে জানায় যে, আসামী রাজ্জাক এবং কিরন নেছাকে সে চিনে। তাহারা ভাল মানুষ। আসামী রাজ্জাক এবং কিরন নেছা জায়গা কিনার জন্য কিছু টাকা পয়সা রাখিয়াছিল।এই টাকা গুলি কিরিননেছার জমানো টাকা । এই সাক্ষী তাহাদেরকে একটি জমি বায়নাপত্র করিয়া দিয়াছে। বায়নার সময় আসামীরা এই সাক্ষীকে ১৪,০০০/-টাকা দিয়াছে। বাকী টাকা যোগাড় করিতেছিল। পুলিশ যে টাকা নিয়াছে সেই টাকা কিরন নেছার টাকা। এই সাক্ষীর বাড়ীতে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আনিয়া টাকা গুনা হইয়াছে। *এই সাফাই সাক্ষী জেরায় জানায় যে, চোরাই টাকা দারোগা সাহেব কিরন নেছার নিকট হইতে উদ্ধার করে। দারোগা সাহেব চোরাই টাকার একটি সিজার লিস্ট তৈয়ার করে। সিজার লিস্টে সে সাক্ষী না । বাদীর টাকা চুরি যাওয়ার কথা বাদী এবং তাহার ভাই হাসেম মিয়া এই সাফাই সাক্ষী নিকট বলিয়াছে। এই সাফাই সাক্ষী জেরায় আরও জানায় যে, বায়নাপত্র কখন, কত তারিখে কিভাবে হইয়াছে তাহা সে বলিতে পারে না । চুরির এক মাস আগে দেশের বাড়ীর জমি বিক্রি করিয়া আসামীরা তাহাকে ১৪,০০০/- টাকা দেয় বায়নাপত্র হইয়াছিল ৩৯,০০০/-টাকা । কোন আসামী জমি বিক্রি করিয়াছে তাহাও সে জানে না। যে জমি বিক্রি করিয়া আসামীরা ১৪,০০০/- টাকা দিয়াছে সে জমির দলিল বা অন্য কোন তথ্য আদালতে দেয় নাই। আসামী রাজ্জাক সাহেক বাড়ী সে চিনে না । উত্তরা মটরস এর মালিক মোখলেছুর রহমানের দোকানে এই সাফাই সাক্ষীর বড় ভাই এবং আসামী রাজ্জাক এক সাথে চাকুরী করে। আসামী রাজ্জাক ১৯৮১ সালের পরে আর কোন জমি বিক্রি করিয়াছে কিনা তাহাও এই সাফাই সাক্ষী জানেন না । ঘটনাস্থলের আশে পাশের রশিদ মৌলভী আমির মোল্লা, বাতেন ও বাচ্চু তাহারা সকলেই গন্যমান্য ব্যক্তি তাহাদেরকে সে চিনে তবে তাহারা সাফাই সাক্ষী দিতে আসিয়াছে কিনা তাহাও সে জানেন না।* *এই সাক্ষীগণ ব্যতিত সানুমেহের স্বামী আঃ রাজ্জাক এবং আসামী কিরন নেছা বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর হাকিমের নিকট ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদান করে। তবে জবানবন্দি রেকর্ডকারী সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত আদালত হাজির করিতে বাদী পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা ছাড়া জবানবন্দিতে উল্লেখযোগ্য সারবস্ত না থাকায় এই দুই জবানবন্দি বিবেচনা বহির্ভূত রাখা হইল।* *উপরোক্ত বিশ্লেষন এবং পর্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছে যে, বাদীর টাকা চুরি হইয়াছে চুরির ঘটনা বাদী সম্ভাব্য সাক্ষীগনকে বলিয়াছে এবং তারা ভাংগা ট্র্যাংক দেখাইয়াছে। বাদীর ১৮,৭৫০/-টাকা আসামী কবীর, ইব্রাহিম এবং রাজ্জাক ঘরে থাকা ট্রাংক বাহির করিয়া নিয়া তালা ভাংগিয়া চুরি করিয়াছে। বলিয়া তাহার জবানবন্দিতে জানাইয়াছে বাদীর মুখ হইতে শুনিয়া অন্যান্য সাক্ষীগন এই তিনজন আসামীর নাম উল্লেখ করিয়া চুরির ঘটনার বিবরন বাদীর বিবরনের অনুরুপ ভাবে প্রমান করিয়াছে পরবর্তীতে আসামী কিরন নেছার নিকট হইতে চোরাই ১৮,০০০/-টাকা উদ্ধারের ঘটনাটি বাদীপক্ষের সকল সাক্ষী একইভাবে বর্ণনা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়াছে। *এই মামলাটিতে আরও লক্ষনীয় বিষয় এই যে, বাদী ব্যতিত অন্যান্য সকর সাক্ষীই দরবারী সাক্ষী দরবারে আসামী কিরন নেছা এবং অন্যান্য আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আসামগিন দরবারের মধ্যে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে এবং স্বীকারোক্তি মতে আসামী কিরন নেছার নিকট হইতে চোরাই ১৮,০০০/-টাকা সাক্ষীগনের সামনে তদন্তকারী দারোগা উদ্ধার করে। চোরাই টাকা উদ্ধারের ব্যাপারে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, তল্লাশী করিয়া উক্ত টাকা উদ্ধার করা হয় নাই। আসামী কিরন নেছা নিজেই তদন্তকারী দারোগার নিকট উক্ত টাকা প্রত্যার্পন করে।এই বিষয়ে আসামী পক্ষ সুস্পষ্ট কোন আপত্তি তুলে নাই। তবে আসামীপক্ষ বলিয়াছে যে, এই টাকা কিরন নেছার ।* *কিন্তু সুক্ষ পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী কিরন নেছা উক্ত টাকার মালিকানা সম্পর্ক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ। ইহা ছাড়া আসামী কিরন নেছার নিজস্ব টাকা কেন স্বেচ্ছায় তদন্তকারী দারোগার নিকট প্রত্যাপর্ন করিল এই বিষয়টি আসামীপক্ষ এড়াইয়া গিয়াছে।* *আসামী আঃ রাজ্জাকের পক্ষ সাফাই সাক্ষী বাদশাহ মিয়ার জেরা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে ইহা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। ইহা ছাড়া এই আসামী সাফাই সাক্ষী হাজির করিয়া নিজেকে নির্দোষ প্রমানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই একজন মাত্র সাফাই সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরার বিশ্লেষন আসামী আঃ রাজ্জাক নিজেকে নির্দোষ প্রমানে শুধু ব্যর্থই হয় নাই বরং বাদীপক্ষের মামলা প্রমানের সহায়ক হইয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয়।* *মামলাটিতে আরও লক্ষনীয় এই যে, বাদী পক্ষের সাক্ষীগনের সহিত বাদীর কোন আত্মীয় সম্পর্ক অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা প্রমানে আসামী পক্ষ ব্যর্থ।* *এমতাবস্থায়* ***<u>সিদ্ধান্ত ঃ-</u>*** *মামলার নথী পর্যালোচনা সাক্ষীগনের জবানবন্দি ও জেরার বিশ্লেষন, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা এবং ঘটনার সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাস যোগ্যতা যাচাই করিয়া আমার প্রতীয়মান হইয়াছে যে, বাদীপক্ষ আসামী কবির , ইব্রাহিম এবং আঃ রাজ্জাকের বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৩৮০ ধারার এবং আসামী কিরন নেছার বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৪১১ ধারার অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে ।ফলে-*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদেশ *হইল যে, আমি ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৫(২) ধারার বিধান মতে আসামী কবির, ইব্রাহিম ও আঃ রাজ্জাক দন্ড বিধির ৩৮০ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেককে ৬(ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং আসামী কিরন নেছাকে দন্ডবিধির ৪১১ ধারার অভিযোগে দোষী স্যাস্ত করিয়া ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করিলাম।* *আলামত হিসাবে জব্দকৃত ১৮,০০০/-(আঠার হাজার) টাকা বাদীর অনুকূলে ফেরত দেওয়া হউক।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *১৫-৫-৯৩* *(মোঃ আমিনুল হক)* *১ম শ্রেণীর হাকিম* *নরসিংদী সদর , নরসিংদী।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, নরসিংদী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-১৮/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.০৩.১৯৯৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"ইহা নরসিংদী সদর থানা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সদর থানা মামলা নং ৪(৮)৯২ ধারা ৩৮০/৪১১ দন্ড বিধিতে প্রদত্ত বিগত ১৫.৫.৯৩ ইং তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তষ্ট হইয়া আপীলকারীগন অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা রুজু করে।* *আপীলকারীগনের বিরুদ্ধে এজাহারকারী থানায় এই মর্মে এজাহার দায়ের করে যে বিগত ৫.৮.৯২ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আপীলকারীদ্বয় বাদীর দক্ষিন ভিটি ঘরে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া থাকে। বাদীর ঘরে ব্যাংক থেকে আনিত মোট ১৮৭৫০/= টাকা ছিল। রাত্র অনুমান ১১ টার দিকে ঘরে শব্দ পাইয়া বাদী জাগিয়া উঠে এবং দেখে সিলিং এর উপরে থাকা ট্রাংকটি নাই। সংগে সংগে সে ঘরের বাহির হইয়া বিদ্যুতের আলোতে দেখিতে পায় যে, আপীলকারী আসামীদ্বয় দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে। টাংকের আংটা ভাংগা এবং ভিতরে রক্ষিত ১৮,৭৫০/=টাকা নাই। বাদী চিৎকার শুরু করিলে আশ পাশের লোকজন আসে এবং ঘটনা দেখে ও শুনে মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৩৮০/৪১১ ধারা মোতাবেক অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং ইতিমধ্যে আপীলকারী আসামীদ্বয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেয়। মোকদ্দমা প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোট ৮জন সাক্ষী প্রদান করে এবং আপীলকারী পক্ষে তাহাদিগকে যথারীতি পরীক্ষা করা হয়। ২জন আসামীপক্ষে সাফাই সাক্ষী প্রদান করা হয়। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষী সবুত, কাগজপত্র সঠিক ভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া আসামীদ্বয়কে (ইব্রাহিত ও কবির) দন্ড বিধি ৩৮০ ধারায় ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং অপর ২জন আসামী রাজ্জাক ও কিরননেছাকে দন্ড বিধি ৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগ প্রমান হওয়ায় আঃ রাজ্জাককে ৬মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং কিরননেছাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন । উল্লেখ্য যে, আঃ রাজ্জাক ও কিরন নেছা ১৮/৯৩ নং আপীল মোকদ্দমা রুজু করে। একই মোকদ্দমা হইতে অর্থাৎ নরসিংদী থানার মামলা নং ৪(৮)৯২ ধারা ৩৮০/৪১১ হইতে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক আপীল দায়ের করে। কিন্তু একই মোকদ্দমা হইতে উদ্ভুত ২জন আপীলকারী একত্রিত হইয়া পৃথক ২টি আপীল মোকদ্দমা রুজু করে। সুতরাং একই মোকদ্দমার রায় ও আদেশ এর পোষকে আপীলদ্বয় রুজু হওয়ায় উভয় আপীল একত্রে নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্চনীয় তাই ২টি আপীল একত্রে বিচারের জন্য গৃহিত হইল। ১৮/৯৩নং আপীল মোকদ্দমার আপীলকারীগন তাহাদের দরখাস্তে যে বিবরন দিয়াছেন ১৯/৯৩ নং মোকদ্দমার আপীলকারীগন অনুরুপই তাহাদের দরখাস্তে বর্ণনা করিয়াছে। বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষী সবুত গ্রহন, কাগজপত্র মূল্যায়নও পর্যালোচনা করিয়া আসামীদিককে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিভিন্ন মেয়াদে দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উক্ত রায় ও আদেশে অসন্তুষ্ট হইয়া আপীলকারী আসামীগন ২টি আপীল মোকদ্দমা রুজু করে এবং উল্লেখ্য করে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইয়া অত্র মোকদ্দময় দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহা আইনতঃ ও ন্যায়ত বাতিল যোগ্য। ***বিচার্য্য বিষয়*** *বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ১৫-৫-৯৩ ইং তারিখে প্রদত্ত তর্কিত রায় ও আদেশ সঠিক ও সমর্থন যোগ্য কি না?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *মূলতঃ আপীলকারী সাজপ্রাপ্ত আসামীগন বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ১৫-৫-৯৩ ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা রুজু করিয়া অভিমত ব্যক্ত করে যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষন না করিয়া আইন বহিভূতভাবে সাজার আদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বাতিলযোগ্য।অত্র মূল ফৌজদারী মোকদ্দমায় বাদী প্রসিকিউশন মোট ৮ জন সাক্ষী প্রদান করে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অপরদিকে আসামীপক্ষে একজন সাফাই সাক্ষী প্রদান করে। যেহেতু আসামীপক্ষে (আসামী আঃ রাজ্জাক পক্ষে) একজন সাফাই সাক্ষী প্রদান করিয়া নির্দোষ তার ভার গ্রহন করিয়াছে তদহেতু বাদী পক্ষের মোকদ্দমা প্রমানের দায়িত্ব থাকিলে ভার লাগবে সহায়ক হইয়াছে। অত্র মূল মোকদ্দমার রায় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া রায় প্রদান করিয়াছে । ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ না থাকিলেও টাকার সংখ্যা জেরায় অভিন্ন না হওয়ায় অর্থাৎ ১৫ টাকার ব্যবধান পরিলক্ষিত হওয়ায় অত্র মোকদ্দমার মূল বিষয় বস্তু অর্থাৎ চুরি হওয়ার ঘটনাটি অবাস্তব হইতে পারেনা। তাছাড়া বাদীর ট্রাংক হইতে ১৭,৭৫০/= টাকা বা ১৭,৭৬৫/= টাকা চুরি হয় নাই। চুরি হইয়াছে ১৮,৭৫০/= টাকা। উক্ত ১৮৭৫০/- টাকা উল্লেখ সম্পর্কে কোন গরমিল নাই। কারন আসামী আঃ রাজ্জাকের মাতা স্বেচ্ছায় ১৮,০০০/= টাকা দারোগার নিকট দিয়াছে। এবং চুরি হওয়ার ঘটনা উক্ত টাকা যে চুরাইকৃত টাকা তৎমর্মে স্বীকার করিয়াছে। তবে বাদীর ট্রাংক হইতে ১৮,৭৫০/=টাকা চুরি হইয়াছে তাহা এজাহার ও চার্জশীটে বিবৃত হইয়াছে এবং বাদী আসামীগনকে বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে চিনিতে পারিয়াছে। বাদী তাহার জবানবন্দিতে ও জেরায় তদ্রুপ উল্লেখ করে। বাদীর সাক্ষীগনের মধ্যে যে গরমিল রহিয়াছে মর্মে আপীল এর কারণ সমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে তাহা শুধু কাগজে বক্তব্য। মূলতঃ সাক্ষীদের বক্তব্যের মধ্যে ঘটনার প্রবাহ প্রমানের যথেষ্ট উপকরন রহিয়াছে এবং তাহাদের বক্তব্যে অর্থাৎ জেরা জবানবন্দিতে উল্লেখ যোগ্য গরমিল পরিলক্ষিত হইতেছে না যাহা মূল মোকদ্দমার রায় ও আদেশ বাতিলের জন্য যথার্থ রুপে সহায়ক । বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবে ২৪২ ধারায় ৩৪২ ধারার বিধানাবলী পালন করিয়াছেন। ডি.ডাব্লিউ-১ জেরায় স্বীকার করে যে, টাকা দারোগা কিরনের নেছা হইতে উদ্ধার করে এবং টাকার একটি সিজার লিষ্ট করে। বাদীর টাকা চুরি হওয়ার কথা বাদীও তাহার ভাই উক্ত সাক্ষীর নিকট বলিয়াছে। কোন আসামী জমি বিক্রি করে জানেনা। আসামী রাজ্জাকের সাবেক বাড়ি চিনেনা এবং ১৯৮১ সালের পর উক্ত আঃ রাজ্জাকের আর জমি বিক্রি করিয়াছে কিনা সে জানেন না । ২৯-৮-৯২ ইং তারিখে দরবারে ৫নং সাক্ষীছিল এবং শালিষ বিচার হয়। বিচারের সময় আসামী কিরন নেছা চুরির টাকার কথা স্বকিরোক্তি করে এবং সাত্তারও আউয়ালের বাড়ির নিকট উক্ত কিরন নেছা ১৮০টি একশত টাকার নোট দারোগার রিকট দেয় টাকা দেওয়া নেওয়ার সময় উক্ত সাক্ষী উপস্থিত ছিল। এবং এইসাক্ষী দারোগার সাথে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দরবারেও আসে । দারোগা সবার সামনে ১৮ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে মর্মে জানায়। প্রত্যেক সাক্ষী ঘটনার পর চিৎকার শুনিয়া যায় বলিয়া মত ব্যক্ত করে। এবং আসামী আঃ রাজ্জাক, ইব্রাতহম কবির এর কথা উল্লেখ করিয়াছে বলিয়া মত ব্যক্ত করে। দারোগা ট্রাংক জব্দ করে। আসামী পক্ষ কোন ভাবেই এই মত ব্যক্ত করে নাই যে, দারোগার নিকট কিরনের নেছা চুরির টাকা ফেরত দেয় নাই । দারোগাও তল্লাশি করিয়া উক্ত টাকা উদ্ধার করে নাই । আসামী কিরনের নেছা নিজেই উক্ত ১৮ হাজার টাকা প্রত্যার্পন করে বা ফিরাইয়া দেয়। যদি টাকা চুরি করিয়া না নিয়া থাকিত তবে কেন উক্ত টাকা ফিরাইয়া দেয়? দারোগা অবৈধ ভাবে উক্ত টাকা নিয়াছে বা ধমক দিয়া বা জোর করিয়া নিয়াছে তৎমর্মে কোন তথ্য নাই। *সুতরাং ঘটনা প্রবাহ, পরিবেশ পরিস্থিতি আইনের আলোকেও সার্বিক সৃষ্টি ভংগিতে আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, আসামীগন রাতে বাদীর ঘরে চুরি করার মানসে ঢুকে এবং ট্রাংক বাহির করিয়া ট্রাংকের তারা ভাংগিয়া উল্লেখিত ১৮,৭৫০/= টাকা চুরি করিয়া নেয়। এবং আসামী কিরনের নেছা চুরাইকৃত ১৮ হাজার টাকা ফেরত দেয়। বাদী পক্ষ মামলা প্রমান করিতে পারিয়াছে। আসামী পক্ষের সাফাই সাক্ষী প্রকারান্তেরে বাদী পক্ষকেই সাহায্য করিয়াছে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়া অত্র মোকদ্দমায় রায় ও আদেশ প্রচার করিয়াছেন যাহা সমর্থন যোগ্য । এবং উক্ত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করার মত কোন বিষয়বলী নাই বিধায় উক্ত রায় ও আদেশ অপরিবর্তিত থাকিবে।* *আপীলের স্মারকে দেয় কোর্ট ফি সঠিক । অতএব,* ***আদেশ*** *হইল যে, অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমাদ্বয় দোতরফা সূত্রে রাষ্ট্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা গেল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ১৫-৫-৯৩ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল করা গেল। উদ্ধারকৃত ১৮,০০০/= টাকা (আঠার হাজার টাকা) বাদীর বরাবরে ফেরত দেওয়া হউক। অত্রাদালতের আসামীগণ যে অর্ন্তবতী কালীন জামিন প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নাকচ করা গেল এবং বিজ্ঞ নিম্ন আদালত দন্ডাদেশ কার্য্যকর করার নিমিত্তে বিহিত ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া গেল।* *অতি সত্বর নিম্ন আদালতের নথী প্রেরণ করা ইউক।* *আমার কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত হইল।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্বাক্ষর অস্পষ্ট *আসগর আহমাদ* *অতিরিক্ত দায়রা জজ, নরসিংদী* *২৫-৩-৯৫।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট* *আসগর আহমাদ* *অতিরিক্ত দায়রা জজ, নরসিংদী* *২৫-৩-৯৫।*

প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহারকারী। অত্র সাক্ষী কর্তৃক দাখিলকৃত এজাহারের সাথে তার প্রদত্ত সাক্ষ্য যথেষ্ট গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। অত্র সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, চোরাই টাকার মধ্যে ১৮,০০০/- টাকা আসামী কিরণ নেছার বাড়ী হতে উদ্ধার হয়েছে মর্মে তিনি শুনেছেন। এই সাক্ষী তার জেরায় ব্যাংক থেকে উত্তোলিত টাকার পরিমান একবার ১৭,৭৫০/- টাকা এবং পুনরায় ১৭,৬৬৫/- টাকা উল্লেখ করেন। জেরায় এই সাক্ষী আরো বলেন যে, কিরণ নেছার বাড়ী হতে টাকা উদ্ধার হয় নাই। টাকা উদ্ধার হয়েছে রাস্তায় কিরণ নেছার কোমড় হতে। আসামী রাজ্জাক কিরণ নেছার ছেলে।

প্রসিকিউশন পক্ষের ২নং সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শুনেছেন আসামী ইব্রাহিম, কবির ও রাজ্জাক বাদীর ঘর হতে ট্রাংক বাইরে নিয়ে তালা ভেঙ্গে বাদীর ১৮,০০০/- টাকা চুরি করে নিয়েছেন। ৩নং সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শুনেছেন বাদীর ১৮,০০০/- টাকা চুরি হয়েছে। এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, টাকা কোথা হতে উদ্ধার হয়েছে তা তিনি জানেন না।

প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী টাকা উদ্ধারের সময় উপস্থিত ছিলনা। ৫নং সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শুনেছেন বাদী জব্বার মিয়ার ১৮,০০০/- আসামী কবির, রাজ্জাক এবং ইব্রাহিম চুরি করেছে। ৬নং তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শুনেছেন যে আসামী কিরণ নেছার নিকট হতে দরবারের মধ্যে চোরাই ১৮,০০০/- টাকা উদ্ধার হয়েছে। ৭নং সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শুনেছেন যে আসামী ইব্রাহিম, কবির বাদীর বাড়ী হতে টাকা চুরি করেছে। ৮নং সাক্ষী মামলার তদন্তকারী দারোগা। তিনি তার জেরায় বলেন যে, কোন জায়গা হতে চোরাইকৃত টাকা উদ্ধার করা হয়েছে জব্দ তালিকায় তার উল্লেখ নাই। উদ্ধারকৃত টাকার কোন বিশেষ নম্বর ও চিহ্ন নেই।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, প্রসিকিউশন পক্ষ দরখাস্তকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৮০ এবং ৪১১ ধারার অভিযোগ প্রমান করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন প্রমানিত। এজাহারকারী অত্র দরখাস্তকারীদ্বয়কে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপযোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্তযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর হাকিম, নিরসিংদী কর্তৃক জি. আর. মোকদ্দমা নং- ১৭৩/১৯৯২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.১৯৯৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, নরসিংদী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৮/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৫.০৩.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মামলার আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয়কে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাদেরক বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারীদ্বয়ের জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধস্তন আদালতে নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।